বিশেষ সংখ্যা।। ২২ এপ্রিল, ২০১৬

মূল্য ৫০ টাকা মাত্র

মুজিববর্ষ বাংলাদেশ

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

Shakespeare Carnival

শেক্সপিয়র

১৫৬৪ - ১৬১৬

৪০০ বছর পরও অমর

উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের মৃত্যুর ৪০০ বছর

শেক্সপিয়ার আছেন শেক্সপিয়ারে

- আবদুস সেলিম

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি'র জাতীয় নাট্যশালায় শেক্সপিয়ার কার্নিভাল এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

সম্ভবত ড. স্যামুয়েল জনসন (১৭০৯-১৭৮৪) সেই অসাধারণ মেধাসম্পন্ন মানুষ, যিনি ১৭৫৫ সালে তাঁর অ্যা ডিকশনারি অব দ্য ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ (সঠিক অর্থে ইংরেজি ভাষার প্রথম অভিধান) প্রকাশ করেছিলেন, সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের (এপ্রিল ১৫৬৪-২৩ এপ্রিল ১৬১৬) একটি শুদ্ধ পাঠোদ্ধার অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ, শেক্সপিয়ার যা কিছু লিখেছিলেন তা তাৎক্ষণিকভাবে নাটকের কলাকুশলীদের হাতে হাতে পৌঁছে তাদের ইচ্ছামতো বিকৃতির শিকার হয়েছে। এর একটি অন্যতম কারণ, তারা শেক্সপিয়ারের শব্দচয়ন ও কল্পনার বিন্যাস বুঝতে না পেরে মূল বা আদি পাঠকে নিজেদের মতো সহজ করে নিয়েছিল। তারই ফলে তাঁর গ্রন্থ দ্য প্লেইজ অব উইলিয়াম শেক্সপিয়ার। এই গ্রন্থে ড. জনসন একটি দীর্ঘ ভূমিকাও সংযোজন করেছিলেন, যেখানে তিনি মন্তব্য করেছেন শেক্সপিয়ারের চরিত্রগুলো কোনো ভৌগোলিক অবস্থানে আবদ্ধ নয়, তাঁর চরিত্ররা কথা বলে সেই প্রাকৃতিক প্রবল অনুরাগে, যার দ্বারা বিশ্বের সব মানুষের চিন্তাভঙ্গি আলোড়িত হয় এবং মানবজীবন তারই অভিঘাতে সচল হয়। জনসন আরও বলেছেন, অন্য সবার চরিত্র সৃষ্টি যখন সহজেই হয়ে যায় শুধু একজন ব্যক্তিসত্তা, শেক্সপিয়ারের চরিত্ররা তখন পরিণত হয় একটি সম্পূর্ণ মানব প্রজাতিতে। ফলে এ কথা সত্য যে শেক্সপিয়ারের নাট্যকারসত্তা একান্তই শেক্সপিয়রীয়। ১৮০৮ থেকে ১৮১৯ স্যামুয়েল টেইলর কোলরিজ (১৭৭২-১৮৩৪) বিভিন্ন দার্শনিক ও সাহিত্য বিষয়ে বক্তব্য দেন তাঁর রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। সে সময়ে তিনি শেক্সপিয়ারের কয়েকটি নাটকের ওপরও আলোকপাত করেন। এগুলোর মধ্যে ছিল হ্যামলেট, রিচার্ড দ্য থার্ড, ওথেলো, রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট, লাভস লেইবারস লস্ট ও ম্যাকবেথ। সত্যি বলতে কি কোলরিজ স্বীকার করেছিলেন তিনি শেক্সপিয়ারের নাটকের ভেতর ত্রুটি খুঁজে বের করার জন্যই তাঁর এই নাটকগুলো এবং কিং লিয়র, অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা ও মেইজার ফর মেইজার পুঙ্খানুপুঙ্খ পড়েছিলেন অনেকটা ছিদ্রান্বেষণের আশায়। যদিও কোলরিজ কিং লিয়র-এ আর্ল অব গ্লসটারের চোখ উপড়ে ফেলা এবং হ্যামলেট-এর শেষ দৃশ্যে লাশ সরিয়ে নেওয়ার বিষয়গুলোকে প্রয়োজনাতিরিক্ত ভেবেছিলেন এবং মেইজার ফর মেইজার নাটকের সমালোচনা করেছিলেন এই বলে যে নাটকটি তাঁর কাছে যন্ত্রণাক্রান্ত মনে হয়েছে। কারণ, এই নাটকে হাস্যরস ও করুণরস যুগপৎ অতিশয় বিরক্তিকর ও বীভৎস। কিন্তু আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, শেক্সপিয়ারের ভেতর এমন বন্যতা এবং ক্লাসিক্যাল সংজ্ঞানুযায়ী নাটকীয় ঐক্যত্রয়ের অভাব সত্ত্বেও যেটি কোলরিজীয় পাঠোদ্ধারে ধরা পড়েছিল। কোলরিজ বলতে বাধ্য হয়েছেন শেক্সপিয়ারের নাটকের মধ্যে একটি বিন্যাস-শৃঙ্খলা আদ্যোপান্ত আছে। শেক্সপিয়ারের এক অনন্য একান্ত ঐকতান তাঁর সব নাটককে অসামান্য প্রান্তিকে উত্তীর্ণ করে। কোলরিজ স্পিনোজার দর্শন দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, বিশেষ করে সেই বিশ্বাসে যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র ঈশ্বরই অস্তিমান ও চিরায়ত। আমরা নই, আমরা সবাই নশ্বর। এই দর্শন-ধারণাকেই কোলরিজ শেক্সপিয়ারের ওপর আরোপ করেছেন। তিনি মনে করেন, শেক্সপিয়ার স্পিনোজার সেই ঈশ্বর, এক অনাদ্যন্ত অস্তিত্ব, যে যেকোনো রূপ পরিগ্রহ করতে সক্ষম। শেক্সপিয়ার তাঁর সাহিত্যকর্মকে এক অসামান্য পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতার ওপর আরোপ করতে সক্ষম হয়েছেন। শেক্সপিয়ার সবকিছুকে নিজের মধ্যে ধারণ করে চরিত্র সৃজন করেছেন। যেমন ঈশ্বর সবকিছু ধারণক্ষম।

বাকী অংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন

বাংলাদেশে শেক্সপিয়ারের জন্ম-জয়ন্তী উৎসব

উলিয়াম শেক্সপিয়ার নামেই যার উজ্জ্বল্য, তারকাজ্যোতি ও বিশিষ্টতার প্রকাশ-যা তাঁর মৃত্যুর ৪০০ বছর পরেও এতটুকু ম্লান হয়নি। সারা পৃথিবীতে তিনি এখনো সমভাবে বিরাজমান তাঁর কর্মে। হয়তো আরো ৪০০ বছর পরও তিনি এমনিভাবে বিরাজ করবেন - কী তাঁর কবিতায় কী তাঁর নাটকে।

শেক্সপিয়ারের সম্ভাব্য জন্ম তারিখ ২৩ এপ্রিল ১৫৬৪, লন্ডনের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত স্ট্রাটফোর্ড এপন এভন শহরে। ২৬ এপ্রিল তিনি খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হন। মূলতঃ দুটি শহরকে ঘিরেই তাঁর জীবন ঘূর্ণায়মান ছিল, একটি স্ট্রাটফোর্ড ও অপরটি লন্ডন। জন শেক্সপিয়ার ও মেরী আর্ডেন এর বড় সন্তান উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের কর্মস্থল ছিল লন্ডনের দি সেন্টার অফ ইংলিশ থিয়েটারে, অভিনেতা ও নাট্যকার

বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

১ম পৃষ্ঠার বাকী অংশ -

হিসেবে। পিতা জন শেক্সপিয়ার ছিলেন একজন চামড়াশিল্পী, যিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন বিশেষ করে নরম চামড়ার সাদা রঙের দস্তানা (গ্লাবস) জাতীয় জিনিস তৈরীতে। তাঁর মা ছিলেন সুপরিচিত আর্ডেন পরিবারের মেরী আর্ডেন। স্ট্রাটফোর্ড গ্রামার স্কুল থেকে তাঁর লেখাপড়া শুরু করেন। স্কুলে তিনি ল্যাটিন ক্লাসিকস লিখেছেন ও অভিনয় করেছেন। ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি এই স্কুলে লেখাপড়া করেন। ঐতিহাসিকদের মতে তিনি সম্ভবত স্ট্রাটফোর্ডের কিংস নিউ স্কুলে লেখা পড়া শুরু করেন। শেক্সপিয়ারের ছিল আরো তিন ভাই ও দুই বোন।
স্কুল ছাড়ার কিছুদিন পরেই উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ১৮ বছর বয়সে এ্যান হ্যাথাওয়েকে বিয়ে করেন। এ্যান স্ট্রাটফোর্ডেই বসবাস করত এবং শেক্সপিয়ার লন্ডনে। তিনি সন্তানের জনক উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ইংরেজী সাহিত্যের এক জন প্রখ্যাত কবি, নাট্যকার ও নাট্যাভিনেতা ছিলেন। তাঁকে ইংল্যান্ডের জাতীয় কবিও বলা হত। প্রায় ৩৮টি নাটক, ১৫৪টি সনেট, ২টি বর্ণনামূলক দীর্ঘ কবিতা সহ অসংখ্য লিখা তিনি লিখে গিয়েছেন যা পরবর্তীতে পৃথিবীর সর্বাধিক ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে। জীবনের শুরুতেই তিনি একজন সার্থক নাট্যকার, নাট্যাভিনেতা ও লর্ড চেম্বারলেইন্স ম্যান নামক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক ছিলেন যা পরবর্তীতে "দি কিংস ম্যান" নামে পরিচিতি পায়।
১৫৮৯ থেকে ১৬১৩ পর্যন্ত তিনি তাঁর কর্মে সক্রিয় ছিলেন এবং প্রথম জীবনে কমেডি ও ঐতিহাসিক রচনাবলী নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, পরবর্তীতে ১৬০৮ পর্যন্ত ট্রাজেডি রচনা করেন। প্রখ্যাত রচনাবলীর মধ্যে হ্যামলেট, ওথেলো, কিং লিয়ার ও ম্যাকবেথ যা ছিল ইংরেজী সাহিত্যের সর্বচে পরিশীলিত কাজ।
স্বাধীনতাত্তর বাংলাদেশে দেশী-বিদেশী নাট্যচর্চা এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। সেখানেও শেক্সপিয়ার আছেন এক বিশেষ স্থানে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বিশেষ দিনগুলো বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। বিশিষ্টব্যক্তিবর্গের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন একাডেমির নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। একাডেমির নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের দায়িত্বে উইলিয়াম শেক্সপিয়রের ৪৫০তম জন্মবার্ষিকী ও ৪০০তম মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বছরব্যাপী অনুষ্ঠানমালা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানমালায় রয়েছে-

* শেক্সপিয়ার কার্নিভাল
  উদ্বোধনী আয়োজনে ছিল ১২টি নাট্যদলের অংশগ্রহণে শেক্সপীয়রের ১২টি প্রযোজনার অংশবিশেষ মঞ্চায়ন।
* শেক্সপিয়ার ইন বাংলাদেশ বিষয়ে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ।
* শেক্সপিয়ারের ৭টি নতুন প্রযোজনা মঞ্চায়নের ব্যবস্থা।
* বছরব্যাপী বিভিন্ন প্রান্তিকে বাংলাদেশে শেক্সপিয়ার চর্চা বিষয়ক সেমিনার আয়োজন।
* শেক্সপিয়ারের নাটকের নির্দেশনা কৌশল, অভিনয় রীতি এবং ডিজাইন কৌশল নিয়ে কর্মশালা আয়োজন।
* শেক্সপিয়ার নাট্যোৎসব আয়োজন।
* বাংলাদেশের মঞ্চে শেক্সপিয়ার প্রযোজনার সাথে সংশ্লিষ্ট অনুবাদক, নির্দেশক এবং শিল্পী কলাকুশলীদের সম্মাননা প্রদান।

এই কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি প্রণয়ন করেন। কমিটিতে রয়েছেন সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক, আইটিআই বিশ্ব কেন্দ্রের সম্মানিত সভাপতি রামেন্দু মজুমদার, বিশিষ্ট অভিনেতা ও নির্দেশক আতাউর রহমান ও মামুনুর রশিদ, লেখক-প্রকাশক ও মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি মফিদুল হক এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী। শেক্সপিয়ার কার্নিভালের সমন্বয়ক এর দায়িত্ব পালন করেন আলী আহমেদ মুকুল।

"শেক্সপিয়ার বন্দনা"- মহাকাল নাট্য সম্প্রদায়

World's Bishwa-Kobi

Fakrul Alam,
Department of English, University of Dhaka

At the outset, let me thank the organizers, Bangladesh Shilpkala Academy, for inviting me to deliver this special lecture on the occasion of William Shakespeare's 450th birth anniversary and his 400th death anniversary. Let me in particular thank our preeminent man of letters, Syed Shamsul Haq, and the Director of the Academy, Mr. Liaqat Ali Lucky, for requesting me to speak onthe occasion. I feel honored and privileged at being given this opportunity to talk to you for the next twenty-five minutes or so, on the topic.
A little less than hundred years ago, Bishwa-Kobi Rabindranath Tagore, wrote a poem that he had titled simply "Shakespeare". Recollecting the occasion that led to the composition of the poem in Shantiniketan in 1921, he noted that he had written it in Shelaidah on 1915 on the occasion of the 300thdeath anniversary when requested to do so by the Shakespeare Tercentenary committee in Britain. I would like to mention here that Rabindranath had also published a serviceable English prose translation of the poem in English in1916 that was published by OUP, but let me note now that in the poem's opening line he addresses Shakespeare as "Bishwa-Kobi." Rabindranath declares in the poem that though England had claimed the poet immediately as its own national treasure and had honored him and even sanctified him, it was left to time to elevate the poet from the island till he transcended England itself to shine in a universal sphere. Eventually, Rabindranath declares, Shakespeare had become so much part of India that his praise was ringing forever on the shores of the Indian subcontinent.
As we know, whilethe truly luminous one can be appreciated by multitudes,he can be understood fully only by the truly great person. Rabindranath's simple but beautiful tribute captures Shakespeare's ascension to the galaxy of world writers in the centuries after his death and shows how he had become all-conquering and undoubtedly the best loved writer the world has known, if not the greatest writer of all times.
But how did Shakespeare become so universally admired and why is the world celebrating his 450th birth and 400th death anniversary with such ceremony and endless praise? Why is the Bangladesh Shipakala Academy celebrating the day with such elaborate programs, which began this afternoon and which will conclude late in the evening tonight with recitations from his poems and acting out of scenes from his plays, and will continue elsewhere in the city and the world outside the day after?
Perhaps the best answer that can still account for Shakespeare's enduring popularity all over the world, something that has not been the fate of our own Bishwa-Kobi,who after a few decades after Gitanjali and the Nobel prize seems to have been almost forgotten in many parts of the world, is to be found in Dr. Johnson's brilliant "Preface to Shakespeare". Introducing his landmark edition of Shakespeare in 1765, Johnson observed, approximately 150 years after the death of the dramatist and poet, that although his friend and rival Ben Jonson had noted that Shakespeare perhaps knew "small Latin and less Greek" even while singing his praises, hesurpassed all writers because he was able to come up with "the best representations of nature". Or as Dr. Johnson puts it a little later, he is "above all writers…" because he was a poet "who holds up to his readers a faithful mirror of manners and of life." And still more memorably, Dr. Johnson declares with the kind ofprofundity and brilliance that makes his observations on Shakespeare so outstanding, if his plots were taken from life, his characters are such "as the world will always supply and the world will always find."
The world took to Shakespeare, then, because Shakespeare had taken in the world better than any other writer of his time. This is what makes him so much of his time and yet timeless. His plots could be accessed bypeople young or old, his characters would grip people everywhere time and again, whether they wereordinary men and women or kings and queens whose lives of high drama always fascinate us. Indeed, Shakespeare's plays are supremely dramatic; his settings, themes, situations, as well as his characterization and verse can be appreciated by people of all ages. I remember, for instance, going to the Old Vic production of Shakespeare of The Tempest in Dhaka's Engineering Auditorium in 1964 in his 300 centenary year as a thirteen year old and feeling simply mesmerized by the actions and characters; by the fatigued and lost sailors rowing to the shore after being shipwrecked; by the sight of the beautiful Miranda discovering the handsome Ferdinand, the first young man she had

Shakespeare Carnival

ever seen; by viewing the grotesque Caliban protesting against Prospero's usurpation of his island, and by the magic with which Prospero subdued him. I remember in 1965 going to the British Council to see a film version of Richard III, where the difficult verse had almost put me to sleep, but where I woke up in wide-eyed admiration to hear the mesmerizing Oliver deliver the immensely transfixing lines, "A horse! A horse! My Kingdom for a horse!" I remember towards the end of the decade enjoying immensely "Mukhara Romoni Bashikoron", the Bengali version of TheTaming of the Shrew in Muneir Choudhury's excellent translation and Golam Mostafa and Ajmeri Zaman's superb acting on Dhaka television; it was a play so popular that it kept being aired on television repeatedly in the late 1960s and the 1970s.

In fact, Shakespeare had come to Bengal at least a century earlier. He was first introduced to Bengalis of Hindu College in 1853; not long after he was on the city stage either through translations or adaptations. Indeed, Shakespeare played his part in the Bengal Renaissance and Bhranti Bilas by Iswar Chandra Vidyasagar is an example of the way a play like The Comedy of Errors could be adapted for Bengalis. Rabindranath's brother Satyendranath Tagore seemed to have attempted a rendering of Shakespeare's Cymbeline through the play titled Sushila Birsingha Natok in 1868. When Rabindranath himself seemed unwilling to be taught conventionally, a tutor named Ganchandra Bhattacharja decided to attract the young boy to his English lessons by making him translate parts of Macbethinto Bengali around 1874. But it was not in the Tagore family alone that this Shakespeare play cast a spell. Giresh Chandra Ghose, the famous playwright, director and actor of the second half of nineteenth century Kolkata, staged Macbeth there in 1893. And there were many other such performances in nineteenth century Calcutta of this and other Shakespearean plays. And Macbeth,let me add in passing would be translated superbly by Syed Shamsul Huq and performed to widespread acclaim in Dhaka some years later.

Shakespeare then has been able to capture the imagination of the people of Bengal for a long time now. I remember at this time how in Shakespeare's 300th birth centenary in 1964 educated Bengalis not only in Dhaka but also in provincial towns would have a copy of the low-priced one-volume English Language Book Society edition of his plays and poems displayed prominently in their book shelves. The book was popular as a gift item, an index certainly of how admired he was in our part of the world as well as the English-speaking countries by then.

But it will be wrong to talk about Shakespeare's presence in the world only on the stage or in books, whether in the original or in translations. As I became involved in the Film Society movement in Dhaka in the 1970s and during my stay in Canada at the end of the decade and in the early 1980s I had the opportunity to see quite a few films based on his plays. To me, what isimmensely fascinating is how great actors and directors keep making their own distinctive versions of the major Shakespearean films. To discuss briefly the variety of interpretations possible of just one play, let me instanceHamlet. I saw it first in Laurence Oliver's 1948 version and then in the Russian director Grigori Kozintsev's 1964 rendering; later I saw Franco Zeferrelli's 1990 version starring Richard Burton and then the 2000 one by the American director Michael Almyereda set in contemporary New York. What is amazing was how different these film versions were—Oliver's Hamlet seems driven by Freud's vision of the Oedipus Complex; Kozintsev's necessarily minimizes dialogue and opts for images; Zeferelli'sseems to be a vehicle for Richard Burton's intense performance and the Almyereda film opts to be postmodern in its approach. The ghost, for example, appearson closed-circuit TVin it and not as a separate presence on the stage and the tension between brothers and uncle and nephew the result of boardroom feuds of New York big businessmen. Clearly, Shakespeare is for all times, all countries, and all mediums—he originated in Elizabethan and Jacobean London, fascinated nineteenth century Kolkata, became popular in 1960s Dhaka, and has kept appearing and reappearing on the stage, in print and on TV and film screens. And he can be interpreted anew, and variously, for his works have it in them, as do the greatest works, the capacity to be reinterpreted endlessly.

What is it that, let me ask then as I come to the end of my speech, makes him so eternally present and what has induced so many viewers, readers, directors, actors and film and TV greats to recreate him again and again? What has made him so relevant for our age as well as other ages? Perhaps some of the best answers to these questions are to be found in the essays collected in the Polish theatre director Jan Kott's 1964 book, Shakespeare Our Contemporary. Kott's answer is really a more elaborate version of Dr. Johnson's, for while he too stresses like the English writer that Shakespeare's plays relate to everyday lived lives, the Polish directoremphasizes Shakespeare's capacity to capture eternal and essential history as the ultimate reason why he was so in tune with the twentieth, as all other centuries, Kott writes as someone who has the two twentieth century world wars, Hiroshima, Nagasaki and the Cold War, the experience of Nazism, Fascism, and Stalinism etched in his consciousness, and he feels that the capacity to sparkand revision such memories and experiences through his plays make Shakespeare our contemporary. Jan Kott reads Shakespeare's history plays and tragedies as theater exploring the eternal struggle for power and over territory. Whether the play is Henry IV, Part 1 or Hamletor King Lear, the main characters are locked in seemingly endless battles to grab power and kingdoms. Violence and war are constants in these plays as they are in history, and the contestants are like real men and women involved in making history or being defeated by it.King Lear Kott reads as "endgame", that is to say, a play contemplating the end of history. Politics and brooding on a world so riven by violence are central elements in Hamlet. But history can be farcical as well as grand; great people can be silly as majestic, and that is what Shakespeare knows so well. The destructive passions consume relationships in his plays even if love animates them—greed, jealousy, anger and lust are rampant in them. But there is wit and humor and even the grotesque in his works. Most of the comedies depict romance, but love is not all in them. On the other hand, the erotic is never far away either. The greatest compliment Kott gives Hamlet in his brilliant chapter on the play—and this could be said of all Shakespearean plays—is that it is like a sponge and in acute readings or excellent performances, "absorbs all the problems of our time" and one could add, all our desires. Or as he puts it so well, Shakespeare is our contemporary, and as he notes, echoing Dr. Johnson, Shakespeare's plays, are mirrors, reflecting life, past and present and making us think about the future. In the Tempest, for instance,Shakespeare is already signaling the beginning of the epoch of the power play of colonialism and the brutalization of natives

However, I must say that as I grew older and more adept in reading Shakespeare for pleasure as well as gain, it is his language and poetry, in the plays as well as the sonnetsthat I have come to admire the most. Shakespeare, certainly, is the greatest dramatic poet in the English language, and I dare say, any language. And so as I end, let me leave you with a few of my most favorite Shakespearean lines, which I would want you to appreciate as much for the style as their contents. From the comedy, A Midsummer Night's Dream:"The course of true love did never run smooth". From A Merchant of Venice: "The quality of mercy is not strained/It drops like the gentle drop of heaven." From Hamlet, of course, "To be or not to be/That is the question."From

"ম্যাকবেথ"- নাট্য পদাতিক নাট্য সংসদ, টিএসসি

বাকী অংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন

৩য় পৃষ্ঠার পর...

Macbeth, "Life's a tale told by an Idiot/Full of Sound and Fury signifying nothing." And from a sonnet, "Let not the marriage of true minds/admit impediments/ Love is not love which alters when it alteration finds."

All these lines I quoted from memory, and let me declare Shakespeare's lines come back to even those who possess a terrible memory. But Shakespeare is truly memorable. And you and I, citizens of the world, are like Hamlet, with his rich legacy to contend with, and Shakespeare is like his father's ghost, but saying benignly "Remember me!" to all of us. And on this day, I feel that Shakespeare will haunt us as a good spirit forever and will be forever be our contemporary, in Bangladesh, Botswana, Bermuda or Britain! It is our privilege then to honor and treasure him, here in Bangladesh and surely everywhere else in the world, taking him from anniversary to anniversary, year after year, decade after decade, century after century, till the end of time.

১. "মুখরা রমনী বশীকরণ" – কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়
২. দর্শকসারিতে ডান দিক থেকে – লিয়াকত আলী লাকী, রামেন্দু মজুমদার, অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, আতাউর রহমান ও সারা আরা মাহমুদ
৩. "রোমিও জুলিয়েট" – ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয় থিয়েটার এন্ড পারফর্মিং স্টাডিজ বিভাগ
৪. "শেক্সপিয়ার ও অন্যরা" – বটতলা
৫. "টুয়েলভ্থ নাইট" – সুবচন

৬. "দ্যা মিড সামার নাইট ড্রিমস" – পালাকার
৭. "শেক্সপিয়র বন্দনা" – মহাকাল নাট্য সম্প্রদায়
৮. উপস্থিত দর্শকদের একাংশ
৯. "রোমিও এন্ড জুলিয়েট" – নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
১০. "হ্যামলেট" – আরণ্যক

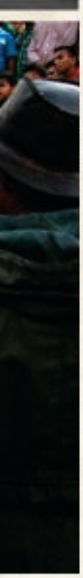

১ম পৃষ্ঠার বাকী অংশ -

শেক্সপিয়ার কোনো গোয়েন্দা বা সাধারণ সাংবাদিকের মতো মানব চরিত্রকে পর্যবেক্ষণ করেননি; বরং নিজেই প্রতিটি চরিত্রে রূপান্তরিত হয়ে গেছেন। যেমন ম্যাকবেথ চরিত্রে খুনি, লেডি ম্যাকবেথ চরিত্রে উচ্চাভিলাষী নারী। শেক্সপিয়ার ডানকান, রোমিও, জুলিয়েট, জুলিয়াস সিজার, লিয়র, ডেসডিমোনা, ব্যাংকোর প্রেতাত্মা, হ্যামলেট, হ্যামলেটের পিতার প্রেতাত্মা, ওফেলিয়া, পলোনিউস, রোজেনক্রানজ, ফলস্টাফ,-গন্ডেনস্টার্ন। এই সব চরিত্রের ভেতর একাকার হয়ে আছেন। সেই সঙ্গে মানুষ উইলিয়াম শেক্সপিয়ার একজন অভিনেতা, একজন ব্যবসায়ী এবং একজন মহাজনও বটে। বার্নার্ড শ একবার এক কৌতূহলী পত্রলেখকের প্রশ্নের উত্তরে নাকি বলেছিলেন, 'আমি সবকিছুতে ও সব মানুষে স্থিত এবং সেই একই সঙ্গে আমি অস্তিত্বহীন, আমি আসলে অনস্তিত্ব।' চূড়ান্তভাবে কোলরিজ বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'আমি প্রায়ই শেক্সপিয়ারের ভেতর ত্রুটি খুঁজে বের করতে চেয়েছি। কিন্তু দেখেছি তাঁর ভেতর কোনো ত্রুটিই নেই, শেক্সপিয়ার সব সময় সঠিক।'

উপরিউক্ত তথ্যের কিছু তথ্য ও তত্ত্ব হোর্হে লুই বোর্হেসের (১৮৯৯-১৯৮৬) বক্তৃতামালা থেকে সংগৃহীত। এই অসামান্য মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে আরও কিছু তথ্য প্রসঙ্গত ঋণরূপে গ্রহণ করতে চাই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্যকে সুসংহত করতে। অনেকেই মনে করেন এবং প্রমাণ করার চেষ্টাও করেছেন, শেক্সপিয়ার বলে আদৌ কেউ ছিলেন না এবং তাঁর নাটক এবং সনেটগুলো সম্ভবত ফ্রানসিস বেকন বা ক্রিস্টোফার মারলোর রচনা। বেকন বিষয়ে বোর্হেস বলেছেন, ভাষাগত দিক দিয়ে শেক্সপিয়ারের সঙ্গে বেকনের কোনোই মিল নেই। বেকন ইংরেজি ভাষাকে পছন্দ করতেন না। কারণ, তিনি মনে করতেন এই ভাষা খুবই দুর্বল। ফলে বেকন তাঁর সব লেখা লাতিনে অনুবাদ করেছিলেন। বিপরীতে শেক্সপিয়ারের ইংরেজি ভাষাপ্রীতি ছিল গভীর। ফলে শেক্সপিয়ার তাঁর সব লেখাতে যেমন স্যাক্সন শব্দমালা ব্যবহার করেছেন, তেমনি তার সঙ্গে ধ্রুপদি লাতিন শব্দের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। ফলে ভাষাগত দিক দিয়ে শেক্সপিয়ার শেক্সপিয়ারই, অন্য কেউ নন। অন্যদিকে মারলোর সঙ্গে চরিত্র

শেক্সপিয়ার কোনো গোয়েন্দা বা সাধারণ সাংবাদিকের মতো মানব চরিত্রকে পর্যবেক্ষণ করেননি; বরং নিজেই প্রতিটি চরিত্রে রূপান্তরিত হয়ে গেছেন। যেমন ম্যাকবেথ চরিত্রে খুনি, লেডি ম্যাকবেথ চরিত্রে উচ্চাভিলাষী নারী।

সৃষ্টিতে শেক্সপিয়ারের ব্যবধান হলো, মারলোর চরিত্রগুলো মূলত তাঁরই অণুবীক্ষণ অথচ আমি আগেই বলেছি শেক্সপিয়ার এক অনাদ্যন্ত অস্তিত্ব, যে যেকোনো চরিত্রে রূপান্তরিত বা মেটামরফসড হতে পারে। এ প্রসঙ্গে বোর্হেসের একটি দীর্ঘ উক্তি উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না: 'হ্যাজলিট বলেছেন, বিশ্বের সমগ্র মানবকুলের সন্ধান মিলবে শেক্সপিয়ারে। অর্থাৎ নিজেকে বহুতে পরিণত করার অপূর্ব ক্ষমতা শেক্সপিয়ারের ছিল। তাঁকে স্মরণ করা অর্থ একটি বিশাল জনগোষ্ঠীকে স্মরণ করা। অপর দিকে মারলোর সাহিত্যকর্মে আমরা সব সময়ই পাই একক কেন্দ্রীয় চরিত্র। বিজেতা ট্যাম্বার লেইন, লোভী বারাবাস, বিজ্ঞান মনস্ক ফাউস্ট। অন্য চরিত্রগুলো শুধু পারিপার্শ্বিক, প্রায় অদৃশ্য কিন্তু শেক্সপিয়ারে সব চরিত্র সমভাবে দৃশ্যমান এমনকি আনুষঙ্গিক চরিত্রও। সেই যে ওষুধ প্রস্তুতকারী, যে রোমিওর কাছে বিষ বিক্রি করে, সেও বলে, মন নয়, আমার দারিদ্র্য আমাকে রাজি করেছে এই গরল বিক্রি করতে। শুধু এই বাক্যার্থ-লই চরিত্রটিকে মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে আর এখানেই উইলিয়াম শেক্সপিয়ার সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন' (লেখক কর্তৃক অনূদিত প্রবন্ধ: 'এনিগমা অব শেক্সপিয়ার')। অনেকেই মনে করেন, মারলোর সঙ্গে শেক্সপিয়ারের বন্ধুত্বের কারণে মারলোর মর্মান্তিক খুন হওয়ার ঘটনা শেক্সপিয়ার বিস্মৃত হতে পারেননি। ফলে তাঁর অনেক লেখায় মারলোর পরোক্ষ উল্লেখ খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন অ্যাজ ইউ লাইক ইট-এ মারলোর পঙ্‌ক্তিরই প্রতিধ্বনি, 'হু এভার লাভড দ্যাট লাভড নট অ্যাট ফার্স্ট সাইট?' সেই বিখ্যাত পঙ্‌ক্তিমালা, 'দ্য লুনাটিক, দ্য লাভার অ্যান্ড দ্য পোয়েট/আর অফ ইমাজিনেশন অল কমপ্যাক্ট...' ইত্যাদি আসলে মারলোরই স্মৃতিচারণা, ঠিক যে কারণে অনেকেই মনে করেন ক্রিস্টোফার মারলোই উইলিয়াম শেক্সপিয়ার। শেক্সপিয়ারের সংজ্ঞা হলো, শেক্সপিয়ারকে প্রতিটি প্রজন্মই সামান্য বা অসামান্য দৃষ্টিতে খুঁজে পাবে তাঁরই সাহিত্যকর্মে। শেক্সপিয়ার জন্মানোর নয় বছর পর আরেক উল্লেখযোগ্য নাট্যকারের জন্ম। তাঁর নাম বেন জনসন (১৫৭৩-১৬৩৭)। বেন জনসন শেক্সপিয়ারের মৃত্যুর পরও ২০ বছর বেঁচেছিলেন এবং এই নাট্যকারকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বিবেচনা করতেন। কিন্তু বলা হয়, একজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে বোধ হয় সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি বেন জনসনই দিয়ে গেছেন এই বলে, 'তিনি (শেক্সপিয়ার) কোনো সময়ের জালে আবদ্ধ নন, তিনি সর্বকালের।' সময়কে অতিক্রম করে শেক্সপিয়ারের এই বেঁচে থাকা এ কারণে যে শেক্সপিয়ারের ভেতরই শেক্সপিয়ারের এক অনন্য অবস্থান। উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের সাহিত্যকর্মকে সে তাঁর নাটকই হোক কিংবা সনেট তাঁর পাঠকেরাই সমৃদ্ধ করেছে। সমৃদ্ধ করেছেন ড. জনসন, কোলরিজ, হ্যাজলিট, গ্যাটে, হাইনে, ব্রাডলি, বোর্হেস এবং যুগে যুগে অগণিত পাঠক, নাট্যকার, দর্শক; এবং ভবিষ্যতেও এ কাজটি চলমান থাকবে। একজন শেক্সপিয়ারের সংজ্ঞা হলো, শেক্সপিয়ারকে প্রতিটি প্রজন্মই সামান্য বা অসামান্য দৃষ্টিতে খুঁজে পাবে তাঁরই সাহিত্যকর্মে।

"হ্যামলেট" – প্রাচ্যনাট

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

Shakespeare Carnival

শেক্সপিয়র
৪০০ বছর পরও অমর

Yearlong celebration of the legendary playwright, poet and actor - William Shakespeare

Barbara Wickham

I am delighted to be present at the opening ceremony of this yearlong celebration of the legendary playwright, poet and actor -William Shakespeare. I would like to congratulate the Shilpakala Academy for arranging Shakespeare Carnival and for the line-up of very exciting events and performances scheduled throughout the year.

Shakespeare is not only a name; it is a global symbol of literary excellence, innovation and creativity. His works transcend the boundaries of place and time and will live as long as humanity reads and writes. Which is why, although he is British, he belongs to the entire world.

As you know, tomorrow - 23rd April, is the 400th anniversary of Shakespeare's death. To honour his life and works, the British Council initiated a global cultural programme called Shakespeare Lives. The programme is about sparking cultural exchange through the shared language of Shakespeare - 140 countries around the world are participating in a unique collaboration and experiencing the work of Shakespeare directly - on stage, through film, exhibitions, in schools and online. The programme, running throughout 2016, explores Shakespeare as a living writer who still speaks for and to all people and nations.

As part of this global celebration,British Council Bangladesh has produced A Different Romeo and Juliet -a unique adaptation of Shakespeare's famous Romeo and Juliet. A Different Romeo and Juliet is an inspirational theatre production featuring 14 talented Bangladeshi artists who are differently abled.

In Bangladesh, about 12% of the total population have a disability of some kind, and in most cases they are an underprivileged and neglected part of society. For the last 3 years we have been working with some of these remarkablepeople to help them explore their identity and enrich their sense of self-worth through the power of theatre. The play, jointly led by theGraeae Theatre Company in the UK and Dhaka Theatre and supported by the Ministry of Cultural Affairs Bangladeshtook place last month here, at the Shilpakala Academy. I would like to take this opportunity to thank them again.

This truly ground breaking initiative would not have been possible without the whole hearted support of Shilpakala. As the venue partner, Shilpakala committed to make this – the National Theatre accessible to actors of all abilities. Ithas broken down some stereotypes around the abilities of the disabled, raised awareness around basic human rights and contributed to changing people's perceptions at large. And we're delighted that it will be featured tomorrow as part of the BBC's Shakespeare Lives programme.

We very much look forward to continuing this 3 way collaboration to further develop a disability arts programme and a network of theatres accessible to all citizens across Bangladesh so that you – the audience - can see even more great theatre.

Yesterday, I had the pleasure of being at a Shakespeare themed inter-university student conference arranged by the University of Liberal Arts Bangladesh. A very talented young group of scholars and performers from ten public and private universities took part in this innovative conference of undergraduate students.

In collaboration with the University of Dhaka, we have also produced a theatre trail - Shakespeare Shoptak - scenes from seven of the Bard's plays. The production features young students and artists from the Department of Theatre and Performance Studies and will be performed at the British Council's Dhaka University campus office tomorrow and Sunday eveningsand is open to the public so please do come along.

I would like to congratulate all the performers and organisersforholding Shakespeare so close to your hearts and celebrating his life and works in innovative waysto make this global occasion a memorable one.

I sincerely believe that Shakespeare will continue to inspire future generations in Bangladesh as he has been sparking inspiration in millions of people throughout the last 400 years all around the world.

I would like to end with one of my favourite Shakespeare quotes

"Our doubts are traitors, and make us lose the good we oft might win, by fearingto attempt".

Barbara Wickham,
Director, British Council, Bangladesh

শেষ পৃষ্ঠার পর...

জার্মান নাট্যকার হাইনা মুলারের 'হ্যামলেট মেসিন।' ভারতেও তাঁর নাট্য কাহিনী নিয়ে একাধিক দর্শক-প্রিয় চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। এর মধ্যে 'ম্যাকবেথ' অবলম্বনে 'মুকবুল' এবং 'হ্যামলেট' অবলম্বনে 'হায়দার' বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। 'মুকবল'-এর কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন স্বনামধন্য অভিনেতা ইরফান খান এবং 'হায়দার'-এর কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন ভারতের আরেকজন খ্যাতিমান অভিনেতা শহিদ কাপুর। দু'টো চলচ্চিত্রেই প্রধান নারী চরিত্রে অভিনয় করেছেন মেধাবী অভিনেত্রী টাবু। শেক্সপিয়ারের মননে সর্বক্ষণ বসবাস করেছে কাব্যের বর্ণচ্ছটাময় এক পরিমণ্ডল এবং পাশাপাশি ধূসর এক জগৎ যা তাঁর 'সনেট' কবিতায়ও পরিলক্ষিত হয়। শেক্সপিয়ারের রচনা যেমন আমাদের বাস্তব জীবনের সঙ্গী তেমনি মনোজগতেরও সখা। মনে হয়, তাঁর মত করে তাঁর কালের সর্বস্তরের মানুষের জীবন যাত্রা, তাদের আশা-আকাঙ্খা, তাদের হতাশা, স্বপ্ন তাদের সৃজনশীলতা এবং পাশাপাশি তাদের দুষ্ট ও মন্দ ভাবনার জগৎকে এমন গভীর ভাবে কেউ উপলব্ধী করেননি। সে কারণে, শেক্সপিয়ারের নাট্য রচনায় শুভ এবং অশুভ ভাবনার উপস্থিতি এমন ব্যাপক এবং গভীর ভাবে তাঁর সমসাময়িক অন্য কোন সাহিত্য স্রষ্টার লেখনীতে দেখা যায়না। আমি তাঁর মৃত্যুর চার'শ বছরের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আজও উচ্চারণ করি 'হ্যামলেট' নাটকের। সেই চিরঞ্জীব সংলাপ।

"To be, or not to be – that is the question;
Whether 'tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles,
And by opposing end them?"

মনে পড়ে সৈয়দ শামসুল হক শেক্সপিয়ারের 'ম্যাকবেথ' নাটকের সেই অনন্য সংলাপের অংশ বিশেষ -

"যাও, নিভে যাও, নিভু নিভু দীপ, জীবন নিতান্ত এক চলমান ছায়া, হতভাগ্য এক অভিনেতা রঙ্গমঞ্চে কিছুকাল লাফায় কাঁপায়, তারপর আর শোনা যায় না সংবাদ। এ হলো কাহিনী এক নির্বোধ কথিত, অলঙ্কার অনুপ্রাসে ঠাসা ইতি তাৎপর্যবিহীন।"

উইলিয়াম শেক্সপিয়ার কেবল মাত্র ইংল্যান্ডের নাট্যকার নন, তিনি সমগ্র বিশ্বের সম্পদ এবং সেই পরম্পরায় বাংলাদেশে শেক্সপিয়ারের নাটক মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। চিরকালীন প্রসঙ্গিকতার কারণে শেক্সপিয়ারের প্রধান নাটকগুলো বিশ্বের বিভিন্ন ভাষা-ভাষীদের কাছে চিরঞ্জীব হয়ে থাকবে, এমন প্রত্যাশাই স্বাভাবিক মনে করি।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি জগৎ সেরা নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের ৪০০ তম মৃত্যুবার্ষিকী এবং ৪৫২ তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে বছরব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের অয়োজন করেছে। ২২ এপ্রিল, ২০১৬ শুক্রবার এই উদ্‌যাপন সূচিত হয় যাতে বিপুল সংখ্যক নাট্যকর্মী অংশগ্রহণ করে। শেক্সপিয়ারের বিভিন্ন কমেডি ও ট্র্যাজেডীর অংশবিশেষের অভিনয়ের মাধ্যমে এক বর্ণিল কার্নিভালের আয়োজন করা হয়, যাতে ঢাকার ১২- টি নাট্যদল অংশ গ্রহণ করে। শেক্সপিয়ারের জীবন ও নাটককে কেন্দ্র করে একটি আলোচনা অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালায়। সমগ্র অনুষ্ঠানের স্থায়িত্বকাল ছিল বিকেল ৪-৩০ মিনিট থেকে রাত ১০:৩০ মিনিট অব্দি। এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগও স্থানীয় বৃটিশ কাউন্সিলের সহযোগিতায় এর পরপরই বৃটিশ কাউন্সিল মঞ্চে এক শেক্সপিয়ারের বিভিন্ন নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে মনোগ্রাহী কার্নিভালের আয়োজন করে।

-লেখক মঞ্চ সারথি আতাউর রহমান
অভিনেতা নাট্যনির্দেশক
২১-শে পদক প্রাপ্ত

"টেম্পেস্ট" – থিয়েটার স্কুল

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

Shakespeare Carnival

শেক্সপিয়র

১৫৬৪-১৬১৬

৪০০ বছর পরও অমর

শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গনে উপস্থিত দর্শকদের একাংশ

মহাকবি শেক্সপিয়ার প্রয়াণের চারশত বর্ষের প্রান্তে দাঁড়িয়ে

উইলিয়াম শেক্সপিয়ারকে পৃথিবীর প্রায় সব দেশে সর্বকালের সেরা নাট্যকার হিসেবে মনে করা হয়। নাট্য কাহিনী ও সংলাপ রচনায় তিনি অনন্য হয়ে আছেন। তাঁর সব নাটকেরই সংলাপ কাব্য-ভাষায় রচিত। জীবনের গূঢ়-গাঢ়, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সংলাপ রচনায় তাঁর সমকক্ষ নাট্যকার আজকের বিশ্বেও বিরল। তাঁর নাট্য সংলাপে সাক্ষাৎ পাওয়া যায় অনাস্বাদিত রূপকল্প, চিত্রকল্প, প্রতীক ও উপমার ব্যবহার, যার মধ্য দিয়ে জীবন দর্শনেরও বিভিন্ন স্তর অবলীলায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর অসামান্য সব নাটকে। সম্ভবতঃ শেক্সপিয়ারের সব চেয়ে বড় গুণ ছিল যে; তাঁর মত করে এমন আদ্যোপান্ত ভাবে তাঁর দেশ ও দেশের মানুষকে এমন গভীর এবং পরিপূর্ণ ভাবে অন্য কোন লেখক জানতেন না এবং সে কারনেই তাঁর নাটক তাঁর সময়ে যেমন দর্শক-নন্দিত হয়েছে, আজও বিশ্বব্যাপী তাঁর নাটকের দর্শক প্রিয়তা এতটুকু কমেনি। তাঁর প্রয়াণের প্রায় চার'শ বছর পরেও তাঁর নাটকের প্রাসঙ্গিকতা অম্লান রয়েছে।

ইংল্যান্ডের স্ট্রাটফোর্ড-আপন-এভন শহরে ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে শেক্সপিয়ার জন্ম গ্রহণ করেন এবং মৃত্যু বরণ করেন ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে। আজকের তুলনায় এই স্বল্পকালীন জীবনে (৫২ বছর) উনি নাটক রচনা করেছেন ৩৭ টি। উনি প্রায় ২০ বৎসর সময় কাল ধরে একটি নাটক কোম্পানীর সক্রিয় সদস্য ছিলেন। 'গ্লোব' থিয়েটার-এর সদস্য হিসেবে তাঁর বিখ্যাত নাটকগুলো রচিত হয় ১৫৯৯ সাল থেকে ১৬০৮ সালের মধ্যে। এই নাটকগুলোর মধ্যে তাঁর প্রধান কমেডি নাটক 'মাচ এ্যাডো এবাউট নাথিং', 'এজ ইউ লাইক ইট', 'টুয়েলফ্থ নাইট' বিশেষ পরিচিতি লাভ করে। শেক্সপিয়ারের কয়েকটি নাটক ধূসর (ডার্ক) কমেডি অথবা প্রবলেম- প্লে (সমস্যালগ্ন নাটক) নামে পরিচিতি লাভ করে। এই ধারার

- আতাউর রহমান

নাটকগুলোর মধ্যে 'অল ইজ ওয়েল দ্যাট এন্ডস ওয়েল', 'মেজার ফর মেজার' এবং 'ট্রয়লাস এন্ড ক্রেসিদা' উল্লেখযোগ্য। উল্লেখিত সময় কালের মধ্যে শেক্সপীয়ারের জগৎ বিখ্যাত ট্রাজেডীগুলো রচিত হয়, যথা 'জুলিয়াস সিজার', 'হ্যামলেট', 'ওথেলো', 'কিং লিয়ার', 'ম্যাকবেথ', 'এ্যান্টোনি এন্ড ক্লিওপেট্রা' এবং 'কোরিওলেনাস'।

বাংলাদেশের মঞ্চে শেক্সপিয়ারের নাটক ব্যাপক ভাবে অভিনীত হয়ে আসছে। নান্দনিক সৌকর্যে এবং জনপ্রিয়তার মানদণ্ডে শেক্সপিয়ারের বিভিন্ন নাটক বাংলাদেশের মঞ্চে গৌরবজনক স্থানে অধিষ্ঠিত। বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক শেক্সপিয়ারের নাটক অনুবাদে অভূতপূর্ব পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অনূদিত শেক্সপিয়ারের 'ম্যাকবেথ', 'টেম্পেস্ট' এবং 'ত্রয়লাস এন্ড ক্রেসিদা' (অনুবাদক কৃত বানান) বিভিন্ন নাট্যদল দ্বারা প্রযোজিত হয়ে দর্শক প্রিয়তা অর্জন করেছে। এছাড়াও শেক্সপিয়ারের 'হ্যামলেট', 'এ মিড সামার নাইটস ড্রিম', 'মাচ এডো এবাউট নাথিং', 'দ্য মার্চেন্ট অব ভেনিস', 'কোরিওলেনাস' এবং 'ওথেলো' নাটক বাংলাদেশের মঞ্চে সাফল্যের সাথে মঞ্চায়িত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাঙালীর গৌরব শহীদ মুনীর চৌধুরী শেক্সপিয়ারের নাটক 'দ্য টেমিং অব দ্য শ্রু' এর 'মুখরা রমনী বশীকরণ' এই শিরোনামে মনোগ্রাহী মুক্ত-অনুবাদ করেছেন। বাংলাদেশ টেলিভিশনে রূপদর্শী শিল্পী মোস্তফা মনোয়ার কৃত 'মুখরা রমনী বশীকরণ' প্রযোজনা আজও অনন্য টিভি প্রযোজনা হিসেবে মাইল ফলক হয়ে আছে। এই প্রসঙ্গে আলী যাকের কৃত শেক্সপিয়ারের 'হ্যামলেট' নাটকের রূপান্তর, 'দর্পণ' বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যা নাগরিক নাট্য সম্প্রদায় কর্তৃক সাফল্যের সাথে মঞ্চায়িত হয়। শেক্সপিয়ারের 'জুলিয়াস সিজার' দ্বারা অনুপ্রাণিত রচনা সৈয়দ শামসুল হকের কাব্য নাটক 'গণনায়ক' চক্রবাক নাট্যদল সাফল্যের সাথে মঞ্চায়ন করে।

শেক্সপিয়ার নাটক বিশ্বজুড়ে অভিনীত হয়ে চলেছে, নানা দ্যোতনায়, নানা আঙ্গিকে। তাঁর নাট্য রচনা যেমন সাহিত্য হিসেবে সমৃদ্ধ, তেমনি নাট্যাভিনেতা এবং নাট্য প্রয়োগ কর্তাদের জন্যেও এক অনিঃশেষ শিল্প-অভিযাত্রা। শেক্সপিয়ারের বিভিন্ন ট্রাজেডী ও কমেডি নাটকে অভিনয় করে এবং নির্দেশনা দিয়ে বৃটিশ অভিনেতা-নির্দেশকেরা বিশ্বখ্যাত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ডেভিড গ্যারিক, হেনরী আইরভিং, মেল গিবসেন, লরেন্স অলিভিয়ের, জন গিলগুড, পল স্কফিল্ড, রালফ রিচার্ডসন, রিচার্ড বার্টন, পিটার ও টুল, ম্যাগি স্মিথ, নাটালি পোর্টম্যান, প্যাট্রিক স্টুয়ার্ট, হেলেন মিরেন, রবিন উইলিয়ামস, ক্যাট উইন্সলেট সহ অগণিত বৃটিশ ও আমেরিকান অভিনেতা-অভিনেত্রীরা শেক্সপিয়ারের বিভিন্ন নাটকে বিভিন্ন সময়ে অভিনয় করে জগৎবিখ্যাত হয়েছেন। শেক্সপিয়ারের নাটকের সংলাপ, অন্তর্নিহিত জীবন দর্শন,উপমা, রূপালঙ্কার, সর্বোপরি কাব্য ভাষায় রচিত অনন্য টেক্সট, কখনও অনুজ্জ্বল হবার নয়। তাঁর নাটকের রূপায়ণ পৃথিবীর যে কোন অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং নির্দেশকের জন্যে একটি উপভোগ্য চ্যালেঞ্জ। বৃটিশ অভিনেতা এবং নির্দেশকদের অনেকেই শেক্সপিয়ারের নাটকে অভিনয় করে নির্দেশনা দিয়ে কীর্তিমান হয়েছেন এবং নাইটহুড উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। শেক্সপিয়ারের নাট্য কাহিনী নিয়ে বিশ্বের নানা দেশে অগণিত চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, স্যার লরেন্স অলিভিয়ার শেক্সপিয়ারের নাটকে অনন্য অভিনয়ের স্বীকৃতি স্বরূপ বৃটিশ হাউজ অব লর্ডের সদস্য পদ লাভ করে লর্ড অলিভিয়ার হন।

শেক্সপিয়ারের নাট্য কাহিনী নিয়ে তাঁর নিজের দেশ ইংল্যান্ড ছাড়াও বিশ্বের অন্যান্য দেশে অগণিত চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। জাপানের জগৎ বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা আকিরা কুরুসাওয়া শেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথ ও কিং লিয়ারের কাহিনীকে উপজীব্য করে 'থ্রোন অব ব্লাড' এবং 'র‍্যান' চলচ্চিত্র নির্মাণ করে ভোক্তাদের হৃদয় জয় করেছেন। এই প্রসঙ্গে রাশিয়ান 'হ্যামলেট'র প্রসঙ্গ অনিবার্য ভাবে আসে। শেক্সপিয়ারের জগৎ বিখ্যাত নাটক 'হ্যামলেট' চলচ্চিত্রে হ্যামলেটের ভূমিকায় রাশিয়ান অভিনেতা ইনোকান্তির অনন্য অভিনয় দর্শক হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে বেঁচে থাকবে। শেক্সপিয়ারের নাটক পাঠ করে সেই নাটকের কাহিনীকে নব-আলোকে রূপান্তরের প্রয়াস চলেছে বিশ্বময়, কারণ তাঁর নাটকে রয়েছে নতুন ব্যাখ্যার অফুরন্ত সুযোগ ও সম্ভাবনা। এই ধরণের রূপান্তরের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হতে পারে

বাকী অংশ ৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, সেগুনবাগিচা, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত, সম্পাদনা উপদেষ্টা : লিয়াকত আলী লাকী,
সম্পাদক: নার্গিস চৌধুরী, সম্পাদনা সহযোগি: মোঃ শাহীন রেজা রাসেল, মোঃ আব্দুল হাকিম বারী, প্রি-প্রেস : ঢাকা ক্রিয়েটিভ্স, মুদ্রণ : বিনিময় প্রিন্টার্স যোগাযোগ : msb.bsa@gmail.com